দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... —OCT. 31 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

জ্যোতির্ময় মাদারীপুর

'জ্যোতির্ময় মাদারীপুর'কে সফল করে তোলার লক্ষ্যে মাদারীপুরে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। দু'হাজার সালের জুনের মধ্যে মাদারীপুর জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মাদারীপুর জেলা প্রশাসক ফরহাদ রহমান। বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন "জ্যোতির্ময় মাদারীপুর" এর শুভ সূচনা করা হয়। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে

সুবল বিশ্বাস

ইতোমধ্যেই জেলার সর্বত্র গণসংযোগ শুরু হয়েছে। দেয়াল লিখন, সাইনবোর্ড, প্রচারপত্র ও সভা-সমাবেশ ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, জেলার ৪টি থানায় ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ২ লাখ ৫ হাজার ১শ' ১০। এর মধ্যে পুরুষ ৯২ হাজার ৫শ' ৭২ এবং মহিলা ১ লাখ ১২ হাজার ৫শ' ৩৮। ৪টি থানায় ৬২টি কেন্দ্র পাইলট স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৪ জুলাই কালকিনির ১৬টি কেন্দ্র, ১৮ আগস্ট রাজৈর থানার ১৪টি কেন্দ্র, ১২ সেপ্টেম্বর শিবচর থানার ১৬টি কেন্দ্র এবং ১৯ সেপ্টেম্বর সদর থানার ১৬টি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১৫টি কেন্দ্র নিয়ে গর্বিত একেকটি ব্লকের জন্য ১ জন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী থাকবে। ২ শিফটে প্রতিদিন পাঠদান চলবে। বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মহিলা ও ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পুরুষ শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে। শিক্ষা উপকরণ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে সরবরাহ করা হবে। এর জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বাজেটও পণয়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৮৪ হাজার ১শ' টাকা। জেলার পাইলট প্রকল্প শেষ হলে ৪টি থানার ৩টি পৌরসভা ও ৫৭টি ইউনিয়নে সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম একযোগে শুরু করা হবে। ৬ হাজার ৯শ' ৪৭টি কেন্দ্রের মাধমে এ কার্যক্রম শুরু হবে। ৩ হাজার ১শ' ৫৩টি পুরুষ কেন্দ্র এবং ৩ হাজার ৭শ' ৮৯টি মহিলা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ব্যয় ধরা হয়েছে জরিপ ও প্রচার খাতে ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ৩শ' ৫৫ টাকা, শিক্ষা উপকরণ খাতে ১ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার ৫শ' ৩৭, প্রশিক্ষণ খাতে ৫৭ লাখ ৩২ হাজার ৯শ' ১০, সংস্থাপন খাতে ১৭ লাখ ৫২ হাজার ৭শ' ৬৪। মূল্যায়ন খাতে ২৫ লাখ ৬১ হাজার ১শ', সম্মানী ভাতা খাতে ২ কোটি ৩৮ লাখ ১৭ হাজার ১শ' সাক্ষরতা উত্তর উত্তর খাত (৩ মাস) ৬১ লাখ ৩৯ হাজার ৩শ' ৩৩ টাকা।

'জ্যোতির্ময় মাদারীপুর'-এর কর্মকাণ্ড সফল করতে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এর সভাপতি হচ্ছেন জেলা প্রশাসক। সদস্য সচিব অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মোস্তফা। "প্রকল্পকটি বাস্তবায়নের জন্য আরও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন, থানা পর্যায়ের নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ; প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আইনজীবী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমাজের সর্বস্তরের সচেতন মানুষ। "জ্যোতির্ময় মাদারীপুর" সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য ইতোমধ্যেই মাইকিং সভা-সমাবেশ, শুরু হয়েছে।

শহরের প্রতিটি ইমরাত ও প্রতিটি দেয়ালে এখন শোভা পাচ্ছে "জ্যোতির্ময় মাদারীপুর"-এর বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত নয়নাভিরাম লিখন। এ ধরনেরই একটি লিখন হচ্ছে। মানবতার মহান সেবায় এলো জ্যোতির্ময়। নিরক্ষরে আঁধার এবার দূর হবে নিশ্চয়।"

মাদারীপুরের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারার একটি পাঠদান কেন্দ্র —জনকণ্ঠ